ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৫১০
আগরতলা,০৭ মার্চ,২০১৯

শহর এলাকার উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রসারিত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

শহর এলাকার উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রথম সভা আজ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি সংস্থারই চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সভায় সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে তিনি বলেন, শহর এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে যেতে হবে। তাতে সারা রাজ্যের মানুষ নগরায়ণের সুফল ভোগ করতে পারবে। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন টাইউশিপ গড়তে পতিত জমিকেই কাজে লাগাতে হবে। কৃষি জমি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আগরতলা শহরের বিভিন্ন সরকারি জমিগুলি চিহ্নিত করে বিল্ডিং যেখানে তৈরি করা প্রয়োজন তাতে বিল্ডিং তৈরি করে বাকিগুলিকে সবুজায়ণে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন তিনি। আগরতলার সরকারি বিভিন্ন কার্যালয়গুলিকে এক ছাদের নিচে মাল্টি সেন্টার বিল্ডিং এ নিয়ে আসা যায় কিনা এ সম্বন্ধেও সভায় গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় এ এম সি'র মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, বিধায়ক শংকর রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

সভায় নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড. মিলিন্দ রামটেকে প্রথমে ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন এবং আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আলোচনায় বিভিন্ন রুলস, বোর্ডের কার্যাবলী, ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কার্যাবলী, ফিনান্সিয়াল পাওয়ার, জমি চিহ্নিতকরণে ক্রাইটেরিয়া ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। মূলত শহর এলাকায় উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে এদিনের সভায় আলোচনা করা হয়। পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিভাবে তা বাস্তবায়ণ করে বেশী সংখ্যক মানুষ এর সুবিধা পাবে, ব্যবসা কেন্দ্র কিভাবে গড়ে তোলা যায়, বস্তি এলাকায় বসবাসকারীদের পুণর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে বোর্ডের সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন। মূল লক্ষ্য হল শহর এলাকাকে নতুন রূপে গড়ে তোলার জন্য সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন। সভায় আগরতলা পুর নিগমের মধ্যে বোর্ড যে ১৩টি সরকারি জমি চিহ্নিত করেছে সেখানে কি কি পরিকল্পনা নেওয়া যায় তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। এদিনের সভায় ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিরও আগামীদিনের কাজের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের সভায় আগরতলার গোলচক্করে লাইট হাউস প্রজেক্ট নির্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি ত্রিপুরায় লাইট হাউস নির্মাণ করার কথা ঘোষণা করেন। এছাড়াও আগরতলার বনমালীপুরের পুরাতন সেন্ট্রাল জেলে একটি আই টি পার্ক গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে অনুমোদন দেওয়া হয়। এদিনের সভায় মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা, নগরউন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার সহ ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভলপমেন্ট বোর্ড এবং ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

****